নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বৈশ্বিক অর্থনীতি

পর পর দুই বছর মন্থর গতির পর ২০১৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়েছে। ফলে, ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৫ শতাংশ বেশি এবং ২০১১ সালের পর সর্বোচ্চ। এই প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি ছিল উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির বিনিয়োগ সক্ষমতা ফিরে পাওয়া, বিকাশমান এশীয় দেশগুলোর ধারাবাহিক শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখা, ইউরোপের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর ঘুরে দাঁড়ানো এবং ভোগ্যপণ্য রপ্তানিকারক দেশসমূহের আর্থিকভাবে সক্ষমতা ফিরে পাওয়া। পাশাপাশি, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি, উন্নত দেশগুলোর বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব, গঠনমূলক আর্থিক পরিস্থিতি এই প্রবৃদ্ধির পেছনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। আইএমএফ এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2018 অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের তুলনায় ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৯ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৯ সালেও অব্যাহত থাকবে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে।

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ্যপণ্যের দাম ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন গতির সঞ্চার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির প্রত্যাশিত গতি মন্থর হতে পারে। এর বিপরীতে, বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একইরকম অর্থাৎ ৬.৫ শতাংশ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। চলতি বছর ব্যারেল প্রতি জ্বালানি তেলের দাম ৬৫ ডলারে উন্নীত হয়েছে যা ২০১৫ সালের পর সর্বোচ্চ। বিগত বছরের তুলনায় মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ উন্নত অর্থনীতির দেশে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার নিচে অবস্থান করছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৬৫ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছরের ১,৬১০ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৫২ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২,৫৯,৪৫৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.৫৯ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২,২৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.০৫%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৪%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৬,৯৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.২০%)। অর্থ বিভাগের Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS^{++}) ডাটাবেজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,২৬,৮৩৪ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৯১ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,০৩০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৯৫ শতাংশ কম। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৪১,৮৬৪ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৬৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ১৩.৭১ শতাংশ বেশি।

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,৭১,৪৯৫ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২,২৩,১৪৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৯৭%) এবং ১,৪৮,৩৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র

৬.৬৩%)। iBAS^{++} এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৪৬,২৪৫ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১,১২,৪০০ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩৩,৮৪৫ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১০.৫৭ শতাংশ ও ১১.৩৭ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পরিমিত অবস্থান, জোরালো আমদানি প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রয়েছে এবং একইসাথে বিনিয়োগ কর্মকান্ড সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক চাহিদার চাঙ্গাভাব থেকে সৃষ্ট দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি একইসাথে বন্যাজনিত কারণে শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতি চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে দেশীয় অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপকে উর্ধ্বমুখী রেখেছে। মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৩ শতাংশ। জুন ২০১৭তে এ হার ছিল ৫.৪৪ শতাংশ। তবে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে খাদ্য উৎপাদন উপকরণাদি, মূলধন যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ সম্পর্কিত আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি প্রবৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, যদিও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পরিমিত আছে। ফলে, নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটে। NFA এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের নিম্নমুখী ধারা রিজার্ভ মুদ্রার (RM) প্রবৃদ্ধি পরিমিত রেখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে সহায়তা করতে পারে।

২০১৩ সাল থেকে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ১০.৯১ শতাংশ ছিল, যা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ৬.১০ শতাংশ ছিল যা ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৮ শতাংশ হয়েছে। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৪.৩৭ শতাংশ হয়েছে।

মূল্যস্তরসহ সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের নিচে সীমিত রেখে ৭.৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূল আর্থিক সূচকসমূহ (Key monetary aggregates) মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকায় এবং ঋণাত্মক নীট বৈদেশিক সম্পদ ও দেশীয় অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসার তারল্য স্ফীতি রোধে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তাই ২০১৭-১৮ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে রেপো ও রিভার্স রেপোর হার যথাক্রমে ৬.৭৫ ও ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৩৯৭.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৫.৯৪ শতাংশ এবং ১১.৫৬ শতাংশ। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে কৃষিজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাটজাত পণ্যসহ আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, প্রকৌশলসামগ্রী, প্লাস্টিকসামগ্রী চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পেট্রোলিয়াম উপজাতসহ আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এই ব্যয় ২৬.২ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ (সিআইএফ) ছিল ৪৭,০০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে। চলতি অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৭.৪ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। এরপরে মালয়েশিয়া (২১.২%) ও ভারতের (১৫.২%) অবস্থান।

চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৫১ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রথম দশ মাসে বাংলাদেশের ১২,০৮৮.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে।

চলতি অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে বাণিজ্য ভারসাম্যে ১১,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্ণিত সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে (capital and financial account) ৫,৯০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৬,৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৯৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল।

বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্য ঋণাত্মক থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের ৯ মে ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছর শেষে (জুন ২০১৭) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানির মাস হিসেবে বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে ৭.২ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৯.১ যা ৯ মে ২০১৮ তারিখে ৮৩.১০ টাকায় দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৯-২১ (Medium-Term Macroeconomic Framework- MTMF, 2019-21) প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপির ৩১.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপির ৩৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩৫.৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মোট বিনিয়োগের ২৬.৩ শতাংশ আসবে বেসরকারিভাবে। অবশিষ্ট ৯ শতাংশ বিনিয়োগ আসবে সরকারিভাবে।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

কৃষিখাত

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০৭.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৬.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আউশ ২৭.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৮.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদিত হয়েছে। বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯০.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গমের উৎপাদন ১২.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চলতি অর্থবছরে মোট ২০,৪০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৪,৫২০.৪২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭১.১৮ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.০৪ কোটি ও পোল্ট্রির জন্য ১৬.৫৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প

বাংলাদেশের শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে 'শিল্পনীতি, ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্প কারখানায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব পাট শিল্পের প্রসারে কিছু পণ্যে 'পাট জাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' ও 'বিধিমালা, ২০১৩' বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' সত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহণ, যাতায়াত এবং সেবা খাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,২১,৮১৬.৬০ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৯,৮৯৮.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২২,৫২৫.৫৪ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,২৫৫.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের (৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৯,২৯৫.৬২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ২,০০৩.৩৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ২,০৩,১৭২.৮১ কোটি টাকা। ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩১,১৪৬.৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২১৫.১৯ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) -০.৫৯ শতাংশ হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ২.৮৭ শতাংশে পৌঁছে। পরিচালন রাজস্বের উপর নীট মুনাফার হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৩.৫১ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪.১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,০৪৬ (২,২০০ মেগাওয়াট ক্যাপটিভসহ) মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ১৯ মার্চ ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ১০,০৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৫৭,২৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) ৩১,২১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৫.৭৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০১৮) দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশে।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫.২২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৫৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (Fuel Diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে।

সড়কপথের উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সেতু বিভাগ পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদিসহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১০-১৭ সাল পর্যন্ত ৯,০২২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্র পথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশ।

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) বাংলাদেশ বিমান মোট ২৩,৫১,০০০ জন যাত্রী এবং ৩৩,৫৪২ টন কার্গো পরিবহণ করেছে।

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশের মোট মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪.৭০ কোটিতে। 'রূপকল্প -২০২১', জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১২ মে ২০১৮ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর সফল উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কর্মাস প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সামাজিক খাতে জাতীয় বাজেটের প্রায় ২৪ শতাংশ অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহে ব্যয় করা হচ্ছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬৩ শতাংশ শিক্ষকই মহিলা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দুইবার জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে।

নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন -২০১০'। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১'। এছাড়াও, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা

হয়েছে। এছাড়াও, প্রণীত হয়েছে 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪'। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report, 2016' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম।

দারিদ্র্য বিমোচন

সরকারের উপর্যুপরি ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ বিগত কয়েক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কেবল দারিদ্র্যের হার হ্রাস নয়, এর তীব্রতা এবং গভীরতাও ক্রমান্বয়ে কমছে। সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৩ শতাংশে। ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর এ খাতের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৫৪,২০৫.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর দারিদ্র্য ও ক্ষুধা লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ শুরু করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ৯.৭ শতাংশে এবং অপুষ্টির হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩২,৯০৩.২০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে এই ৬টি ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৬,২১৪.৫১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ আরো কিছু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকাণ্ড চলমান আছে।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৭৪৫টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১৮,৫২,৬১৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) ১,১৩৪টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,৪৩,৪৫৯ কোটি টাকা।

ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের ক্রমবিকাশ শিল্প খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে এবং দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে মোট ৩১,২১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪২.৬৮ শতাংশ উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। ২০১৭ সালে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ২,১৫১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ পর পর অষ্টম বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB রেটিং অর্জন করেছে। Fitch Rating এ বাংলাদেশ পর পর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স ও ই-কর্মাস পদ্ধতি প্রবর্তন করে জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

বিশ্বের আরো অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাই 'রূপকল্প- ২০২১' এ পরিবেশগত উন্নয়নকে অন্যতম লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience (IBFCR)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা' প্রণয়ন, 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০' প্রবর্তনসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় 'Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF)' গঠন করা হয়েছে।

ওজোন স্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন এবং 'National Biodiversity Strategy and Action Plan'কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।